বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

অরূপ পাল

বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা
অরূপ পাল

সো ম পা ব লি শিং
২০২০

সূচিপত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা':প্রেম-অপ্রেমের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ
পবিত্র বিশ্বাস ১১

তারাশঙ্করের 'বেদেনী'; পিপাসা হায়...
প্রীতম চক্রবর্ত্তী ১৮

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে বারাঙ্গনা নারী চরিত্র : একটি পর্যালোচনা
বিপুল পাল ২৪

ছিনিয়ে খায়নি কেনঃ দুর্ভিক্ষের এক অন্যরূপ ছবি
রোকেয়া পারভীন ৩৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে তেতাল্লিশের মর্মন্তুদ চিত্র
মুস্তাক আহমেদ ৩৯

বিভূতিভূষনের ছোটগল্পে বিবিধ পেশার মানুষের জীবন চিত্র
সুমনা ঘোষ ৪৪

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : লোকায়ত জীবনের প্রতিচ্ছবি
জয়া ধীবর ৪৯

পল্লী ও নগর জীবনের দ্বন্দ্ব : প্রেক্ষিত বিভূতিভূষণের ছোটোগল্প (নির্বাচিত)
বীথিকা বিশ্বাস ৫৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প পুঁইমাচাঃ সমাজবাস্তবতা
পিংকি বর্মণ ৬১

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : বিশিষ্ট জীবন দর্শন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য
সাগর সরকার ৬৬

তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' : মানবেতর প্রাণির প্রেমোন্মত্ততা
দয়াময় কাঁড়ি ৭৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী : শিল্পীর শিল্পচেতনা
আজিজুল হক ৮১

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে বারাঙ্গনা নারী চরিত্র : একটি পর্যালোচনা

বিপুল পাল

বিশ শতকের প্রথমার্ধের কথাসাহিত্যে বারাঙ্গনা চরিত্রের বিবর্তন উদ্‌ঘাটনে বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর সাহিত্যকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিভাজন করা হলে ও মূলত তাঁদের লেখনীতে কল্লোলের বৈশিষ্ট্যই উজ্জ্বল। কারণ তাঁদের আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে। কেবল রচনানৈপুণ্যে কল্লোলীয়দের থেকে তাঁরা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে জনপ্রিয়তার শিখরে উত্তীর্ণ। সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা অন্যান্যদের মত তাঁদের রচনাতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক সংকট শুধু সারা ইউরোপে নয় তার পরোক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষের বুকেও তীব্র হয়ে ওঠে। ...বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল অস্বাভাবিকভাবে। ...এহেন পরিস্থিতির উদ্ভবহেতু নৈরাশ্য-পীড়িত ও বাস্তব কঠোর জীবনে বন্ধনহীন ক্রুদ্ধ ও বিদ্রোহী তরুণরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা প্রচলিত জীবনধারাকে সহজে মেনে নিতে পারল না।"[১] অর্থাৎ বিশেষ এক সামাজিক উত্থান-পতনের মধ্যেই জন্ম নিয়েছে কল্লোলগোষ্ঠী। কল্লোলের আদর্শই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যারে মধ্যে কমবেশী জাগ্রত। মূলত কল্লোলগোষ্ঠীর চেতনায় সমাজের তথাকথিত নির্যাতিত ও শোষিত ব্রাত্যজনের আশা-আকাঙ্খার ও দুঃখ-বেদনার কথা সহানুভূতির সঙ্গে স্থানলাভ করেছে এবং কথাসাহিত্যে পতিত, বারাঙ্গনা চরিত্রগুলি; আদিম, জৈবিক প্রবৃত্তির মিশ্রণে বাস্তব পটভূমিতে যথাযথভাবে নায়োকোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অর্থাৎ সমাজের ব্রাত্যশ্রেণির অন্যতম বারাঙ্গনাদের চরিত্র-চিত্রণে এঁরা (ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়) বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এক ক্রান্তিলগ্নে সাহিত্যের আঙিনায় তারাশঙ্করের (১৮৯৮-১৯৭১) আবির্ভাব ঘটে। পুরাতন কালের অবসান ঘটেছে, নতুনকালের আগমন বার্তা বিঘোষিত হচ্ছে, একে একে প্রাচীন সাহিত্য লুপ্তপ্রায়, নতুন সভ্যতার পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে, জমিদারি প্রথা অবসিত হচ্ছে। শিল্পপতিদের পদসঞ্চার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে; এই সন্ধীক্ষণে তারাশঙ্কর লেখনী ধারণ করলেন। জন্মসূত্রে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের উত্তরসূরি হয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ সম্মুখে দণ্ডায়মান নবযুগের হর্ষধ্বনিতে মুখরিত বাঙালির ভাবজগৎকে অবলোকন করতে থাকলেন। দুই যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হলেন উভয়ের সমন্বয় সাধনে।

প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) কল্লোলের কলতান থেকে